SEP 30 2002

সিলেটে ছাত্রলীগ সম্মেলনের নতুন তারিখ নির্ধারণ, নেতৃত্বে আসতে আগ্রহীরা যোগ্যতা প্রমাণে ব্যস্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট কার্যালয় ঃ সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সময় গঠিত হবে মহানগর শাখার প্রথম কার্যকরী পরিষদ। তাই নেতৃত্বে আসতে আগ্রহীরা নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

১৯৯২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জেলা ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, কেন্দ্র থেকে নতুন কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয় পাঁচ বছর পর ১৯৯৭ সালে। তাও কয়েক কিস্তিতে। এর কারণ ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা সামাল দিতে গিয়ে এত দীর্ঘসময় পার হয়।

ইতোমধ্যে জেলা ছাত্রলীগের ওই কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারীদের অনেকেই বিয়ে করে হয়ে গেছেন সংসারী। কেউ কেউ এখন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। কয়েকজন পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। এছাড়া লাগাতার কোন্দলের জের ধরে অন্তত সাতটি গ্রুপেরও সৃষ্টি হয়েছে। নানা নামে এগুলো পরিচিত। যেমন 'টিলাগড় গ্রুপ', 'তাজেচ্ছা গ্রুপ', 'কাশ্মির গ্রুপ', 'তেলিহাওড় গ্রুপ', 'তালতলা গ্রুপ', 'সোনার বাংলা গ্রুপ' ও 'দর্শন দেউড়ি গ্রুপ'। অবশ্য ইদানীং এসব নামে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন স্বাভাবিকভাবেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। হয়েছেও এখানে। বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি এমসি কলেজ, ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, আইন মহাবিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের কোন কার্যকরী পরিষদ নেই।

এবার সিলেট আইন মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দু'টি প্যানেল দেয়। তা সত্ত্বেও বিজয়ী হয় সাধারণ সম্পাদকসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ পদে। অথচ এক থাকলে ফলাফল নিশ্চিত অন্যরকম হতো।

প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল, এ বছর ১০ই মার্চ জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন

সিলেট ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

সিলেট ঃ সম্মেলন

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠিত হবে; কিন্তু পরে তারিখ পরিবর্তন করে নির্ধারণ করা হয় ৬ই অক্টোবর। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, আগামী ২১শে অক্টোবর নতুন দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। ওইদিন মহানগর শাখার প্রথম কার্যকরী পরিষদ গঠন করার কথা রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ছাত্রলীগ সিলেট মহানগর শাখা এখনও গঠিত হয়নি। তবে অনেকেই বেশ আগে থেকে নিজেকে 'মহানগর নেতা' বলে দাবি করে চলেছেন।

ছাত্রলীগের সম্মেলনকে সামনে রেখে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্যে জোর লবিং চলছে। এ ক্ষেত্রে নাম উঠে আসছে অনেকগুলো। যেমন হাবিবুর রহমান সেলিম, জগলু চৌধুরী, রণজিৎ সরকার, বিধান কুমার সাহা, মনসুর রশীদ, মোক্তার খান, আলম খান মুক্তি, কিবরিয়া চৌধুরী সুমন, সেলিম আহমদ সেলিম, আল আমিনুল হক পান্না, ফজলুর রহমান, মনিরুজ্জামান সেলিম, আ. স. ম রাশেদ, আলমগীর হোসাইন, ইশতিয়াক আহমদ, আনোয়ার আলী, আব্দুর রকিব বাবলু, সলিট খান মুন, ইলিয়াসুর রহমান, গোলাম সোবহান চৌধুরী, ইয়ামিন আরাফাত, সোহেল আহমদ, মিজানুর রহমান, মোক্তাদির আহমদ, পীযূষ কান্তি দে, মাসুক আহমদ খান, সুবেদুর রহমান মুন্না, আফতাব হোসেন খান, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, আব্দুল লতিফ রিপন, সাইফুল ইসলাম খোকন, বাবলা চৌধুরী, শাবুল আহমদ, সৈয়দ হাছিন আহমদ, জাহেদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। এর মধ্যে কারো কারো ভাগ্যে সহ-সভাপতির পদও জুটতে পারে।